নিঃশব্দে নির্বাসন

নিঃশব্দে নির্বাসন

ফজলুর রহমান

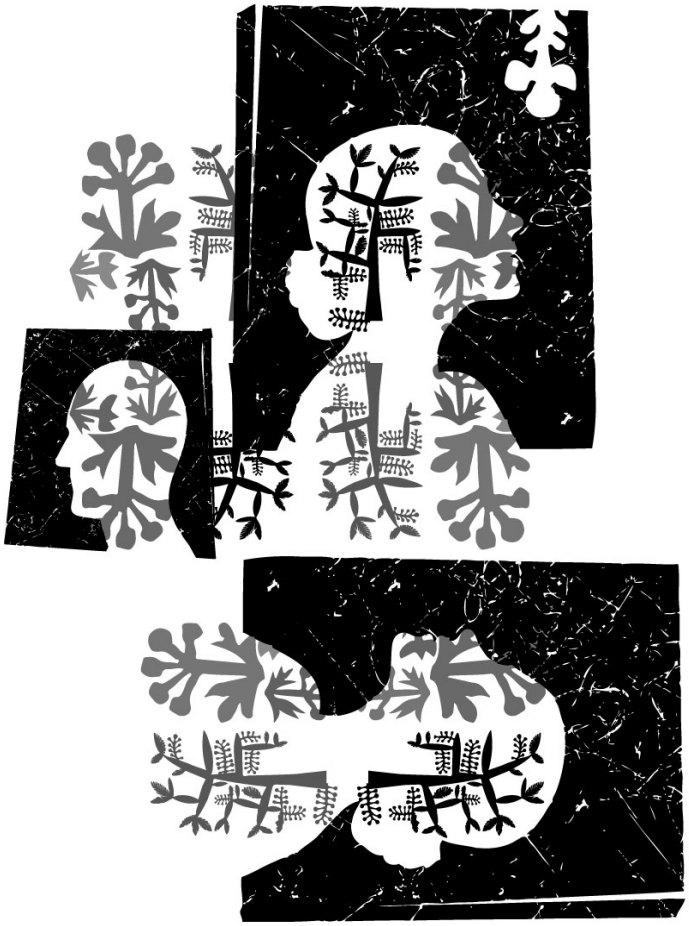

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : শতাব্দী জাহিদ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Nishobde Nirbason by **Fazlur Rahman**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021

Price : 200.00
US $ 10

ISBN 978 984 95422 6 1

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http ://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https ://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http ://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http ://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http ://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http ://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

অবন্তী, অথই, রূপকথা, রোদেলা ও আয়ানকে;
যারা একদিন আমাদের স্বপ্নের পতাকাকে উঁচু করে তুলে ধরবে।

প্রাক্‌কথন

'নিঃশব্দে নির্বাসন' আমার তৃতীয় গল্পগ্রন্থ। বিভিন্ন সময়ে লেখা আটটি ভিন্ন ভিন্ন গল্প এই গ্রন্থে মলাটবদ্ধ হয়েছে। চলমান জীবনকে বাইরে থেকে দেখলে একরকম মনে হয় আবার ভেতরে ঢুকে তাকে পর্যবেক্ষণ করলে ভিন্নভাবে সে জীবন ধরা দেয়। মানব জীবনের ক্ষয় আছে। ভাঙাচোরা জীবনে আছে উপেক্ষা, অবহেলা, আঘাত ও প্রত্যাখানের মর্মপীড়া। তবু জীবন বিলুপ্ত হয় না। মানুষ কর্মশেষে, দিনের সমাপ্তিতে জীবনের কাছেই ফিরতে চায়। এই সংকলনের গল্পগুলোতে প্রত্যাশিত জীবনের নিম্নস্তর ও উপরিতল উলটে-পালটে দেখানো হয়েছে। 'আর এক শ্রাবণের অপেক্ষা' গল্পটিতে কাজল-মৌরি-মেঘলার ত্রিবৃত্তস্পর্শী সম্পর্কের জটিল মনস্তত্ত্বের সহজ সমীকরণ খোঁজা হয়েছে। 'লোভ' এক টিয়াপাখির অলৌকিক বাকভঙ্গিতে মানুষের সীমাহীন লোভের স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ার গল্প। 'মৃত মানুষের গন্ধ' গল্পটিতে প্রান্তিক জনজীবনের রূপ প্রতীকায়িত করে তন্ত্রমন্ত্রের একটা বিশেষ গূঢ় রহস্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে। দুটি গল্পেই জাদুবাস্তবতার নিরীক্ষাধর্মী প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। 'বিকেলে ভোরের ফুল', 'শেষ দেখা' গল্প দুটিতে প্রেমময় এক নস্টালজিক স্মৃতি-বিস্মৃতির অনুরণন লক্ষ করা যায়। করোনাকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নরনারীর হৃদয়বৃত্তিক সম্পর্কের ভাঙন, বিপর্যয় ও বিচ্ছিন্নতার গল্প 'তুমি কথা রাখোনি'। অন্ত্যজ তাঁতিসম্প্রদায়ের জীবন বাস্তবতা, সে জীবনের গার্হস্থ্য রূপের অনুপুঙ্খ বর্ণনা এবং সমাজবহির্ভূত প্রেমের পাঁক ও পঙ্কিলতার বিচিত্র দিক উঠে এসেছে 'কলঙ্কিনী' গল্পে। গল্পগুলোর চরিত্র-পাত্ররা প্রণয়ে-পরিণয়ে, ভাবে-ভাষায়, বোধে-উপলব্ধিতে, রুচি-সংস্কৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা লালন করলেও সকলেই এক উদার অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক ও বাহক। 'নিঃশব্দে নির্বাসন' গল্প সংকলনের গল্পগুলোকে একত্রে মলাটবদ্ধ করার সুবর্ণ সুযোগদানে অনিন্দ্য প্রকাশের কর্ণধার আফজাল হোসেন আমাকে সীমাহীন ঋণের জালে আবদ্ধ করেছেন। গল্পগুলোর কাঠামো ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় তা পাঠকপ্রিয় হবে এবং সময় ও সমকালের কণ্ঠস্বরের দ্যোতক হয়ে উঠবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

ফজলুর রহমান

১২/০২/২০২১

ফজলুর রহমান
১/এ আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ কোয়ার্টার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬

সূচিপত্র

আর এক শ্রাবণের অপেক্ষা ১১
লোভ ৩০
নিঃশব্দে নির্বাসন ৩৫
মৃত মানুষের গন্ধ ৪৬
বিকেলে ভোরের ফুল ৫৬
কলঙ্কিনী ৬৮
তুমি কথা রাখোনি ৮৪
শেষ দেখা ৯১

আর এক শ্রাবণের অপেক্ষা

এক

কে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছেন? আপনাকে তো চিনলাম না। এখানে কাউকে খুঁজতে এসেছেন বুঝি? কাজল মুখ ফিরিয়ে দেখল কুঁচি দিয়ে বেগুনি শাড়ি পরিহিতা এক ফরসা যুবতি। চওড়া কালো ফ্রেমের চশমা পরা। জলে ভাসা চোখদুটো বড়ো বড়ো করে তার দিকে মেলে ধরা। কাঁধে একটা চটের ব্যাগ ঝুলছে। ব্লাউজের সামনের দিকের কাপড়ের অগ্রভাগে একটা কলমের ক্যাপ বড়শির মতন আটকানো। চতুর্থ শ্রেণির দ্বিতীয় পিরিয়ডে বাংলা পড়িয়ে বের হয়েই স্কুলের বারান্দায় এই অপরিচিত লোকের সাথে মৌরির দেখা।

কাজল যুবতির চোখের দিকে চেয়ে বলল, আমি শাহরিয়ার রহমান কাজল। ঝাউদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণিতের নতুন শিক্ষক। গতকালই জয়েন করেছি। আপনি?

ও আপনিই তাহলে আমাদের গণিতের নতুন শিক্ষক। দুঃখিত আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। হেডস্যার বলেছিল আপনি জয়েন করবেন। গতকাল আমি ছুটিতে থাকায় আপনার সাথে আলাপ হয়নি। আমি নিলুফার হোসেন মৌরি। এ স্কুলের সহকারী হেডমাস্টার। বাচ্চাদের বাংলা পড়াই।

সকালের দিকে রোদ ছিল। অথচ বেলা এগারোটা বাজতেই আকাশে ঘনকালো মেঘ হয়ে এখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। এই বৃষ্টি দেখে কে বলবে সকালে রোদ ছিল। কথাগুলো বলে কাজল মৌরির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একটা কিছু শোনার জন্য। মৌরি শাড়ির

আঁচলটা দিয়ে কপালে লেপটে থাকা ঘামটা মুছে বলল, শ্রাবণ মাসের আবহাওয়া এমনই। এই রোদ এই বৃষ্টি। বৃষ্টি হলেও গরম কিন্তু কমে না।

তা যা বলেছেন।

মৌরি কাজলের দিকে চেয়ে বলল, তা পরিবার নিয়ে উঠেছেন কোথায়?

আমার পরিবার মানে স্ত্রী নেই। আমি ব্যাচেলর। হেডস্যার স্কুলের পাশেই একটা দুই রুমের বাসা দেখে দিলেন সেখানে উঠেছি।

কাদের বাড়ি। বাড়িওয়ালার নাম কী?

বাড়িওয়ালার নাম সাত্তার প্রামাণিক। ঝাউদিয়া বাজারে উনার কাঠের ব্যাবসা আছে। উনি এখানে থাকেন না। ঝাউদিয়া বাজারসংলগ্ন নিজের নতুন বাড়িতে থাকেন। এখানকার বাড়িটা পুরোনো, ফাঁকাই পড়েছিল। তাই হেডস্যারের অনুরোধে আমাকে ভাড়া দিয়েছেন। প্রথমে দিতে চাননি। উনার ইচ্ছে ছিল ফ্যামিলি আছে এমন কাউকে ভাড়া দেবেন। আমি শিক্ষক হওয়ায় হেডস্যারের অনুরোধ ফেলতে পারেননি। হেডস্যার না থাকলে ঝামেলায় পড়ে যেতাম। ব্যাচেলর মানুষদের কেউ বাসাভাড়া দিতে চায় না। অবশ্য আমার মা আছেন। ঝিনাইদহে থাকেন।

ও তার মানে আপনি সাত্তার কাকার বাড়িতে উঠেছেন।

ভদ্রলোককে চেনেন নাকি?

চিনব না। উনি তো আমার বাবার বন্ধু। আপনার রান্নাবান্না কে করে দেবে? আপনি নিজেই রান্নাবান্না জানেন নাকি?

না না, ওসব বিদ্যে আমার জানা নেই। হেডস্যার আমাদের স্কুলের আয়া আয়েশা খালাকে ঠিক করে দিয়েছেন। উনিই আমার তিনবেলা রেঁধে দেবেন।

আপনি এই স্কুলে কত বছর চাকরি করছেন মৌরি?

পাঁচ বছর। এর আগে বৃত্তিপাড়া সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ছিলাম। আমি স্থানীয় হওয়ায় আমাকে আশেপাশের স্কুলগুলোতেই বদলি করে সব সময়। শিক্ষা অফিসে আমি এ ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়ে

রেখেছি। মেয়েমানুষ তো পরিচিত মানুষজন ও পরিবেশ ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

বিয়ে করেননি?

মৌরি স্মিত হেসে খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, না।

দুঃখিত আমি আবার সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করি। আপনার ব্যাপারে অন্য কারো কাছে শোনার চেয়ে আপনার কাছে শোনাটা ভালো। তাতে যাকে জানতে চাই তার ব্যাপারে জানাটা সহজ হয়। সরাসরি জানলে ভুলভালো বা মিথ্যে তথ্য জানা থেকে বিরত থাকা যায়। কাজল মৌরির দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে বলল, বিয়ে করেননি কেন?

মৌরি হাসতে হাসতে বলল, এ প্রশ্ন তো আমিও আপনাকে করতে পারি।

তা পারেন। তবে আমার উত্তর হলো মনের মতো এখনো কাউকে খুঁজে পাইনি তাই বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি।

মৌরি দুষ্টুমিমাখা চোখে কাজলের দিকে তাকিয়ে বলল, তার মানে মনের মতো কাউকে পেলে বিয়ে করবেন।

আগে পাই তো। পেলে ভেবে দেখব। আপনার কারণটা তো জানা হলো না।

ধরে নিন আপনার যা কারণ আমারও তাই। তবে আরেকটা কারণ আছে।

কী সেটা?

আমার একটা বোন আছে। আমার চেয়ে আড়াই বছরের বড়ো। আমরা পিঠাপিঠি। বুবুর বিয়ে না হলে আমি বিয়ে করব না।

বৃষ্টিতে ভিজবেন?

মৌরি কাজলের দিকে তাকিয়ে বলল, কাকে বলছেন এ কথা?

আপনাকে। এখানে তো আপনি ছাড়া আর কেউ নেই।

না, না আজ না।

কেন? বৃষ্টিতে ভেজেননি কখনো? ভিজলে দারুণ অনুভূতি হয়। আমি মাঝেমধ্যে ভিজি। দারুণ লাগে। আসুন নেমে পড়ি।

আজ নয় স্যার। অন্যদিন। এখন বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে। তাছাড়া আমার পঞ্চম শ্রেণিতে চতুর্থ পিরিয়ডে ক্লাস আছে। বোধকরি আপনারও ক্লাস আছে। আমার বাড়ি ঝাউদিয়া বাজারে ঢুকতে। এখান থেকে একটু দূরে। আমি চাইলেই ভেজা শাড়ি চেঞ্জ করতে পারব না। ভেজা শাড়িতে আমি ক্লাসও নিতে পারব না। আপনি চাইলেই পোশাক চেঞ্জ করে আসতে পারবেন। কারণ আপনার বাসা স্কুলের কাছে। আপনি একদিন আমাদের বাসায় আসুন না। চা খেতে খেতে আলাপ করা যাবে আপনার সাথে। আমাদের বাড়ি এখানকার সবাই চেনে। হায়দার হোসেন আমার বাবা। এখানকার সাবপোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার। শুধু বলবেন পোস্টমাস্টারের বাড়িতে যাব। যে-কেউ আপনাকে পৌঁছে দেবে। আসুন একদিন বাবার সাথেও আপনাকে আলাপ করিয়ে দেবো।

কাজল মৌরির দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে বৃষ্টিতে ভিজবেন না আপনি?

না, আমার ভিজে কাজ নেই। ভিজতে মন চায় আপনি ভিজুন। কাজল মৌরির সাথে আর কথা না বলে স্কুলের বারান্দা হতে ধীরে ধীরে স্কুলমাঠটায় নেমে পড়ল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। মৌরি খেয়াল করল কাজল দুহাত দুদিকে প্রসারিত করে বৃষ্টিতে ভিজছে। কাজল চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলল। গায়ের পাঞ্জাবি ভিজে জবুথবু। ঝাঁকড়া চুলে বৃষ্টির জল গড়িয়ে মুখের সাথে মিশছে। কাঁধ বেয়ে সে জল মাটিতে গড়াচ্ছে। সিনেমায়, নাটকে মৌরি অনেক নারীকে এমনভাবে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখেছে। কিন্তু কোনো পুরুষকে এমন করে সে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখেনি। লম্বা পৌরুষদীপ্ত চেহারা কাজলের। ফরসা মুখটায় বৃষ্টির ফোঁটা চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। মুখটায় কোনো চিন্তার ছাপ নেই। সবকিছু থেকে নির্ভার সে মুখ। কাজলকে না করে এখন তাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখে তারও ইচ্ছে করছে এমন একজন পুরুষের সাথে বৃষ্টিতে ভিজতে। কিন্তু একবার যেহেতু সে না করেছে। এখন আর ভিজতে নামা ঠিক হবে না। কাজল মৌরির দিকে

তাকিয়ে জোরগলায় বলল, ডাকলাম এলেন না তো। এ যে কী অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না।

মৌরি গলা বাড়িয়ে বলল, থাকুন আপনি আপনার অনুভূতি নিয়ে। আমি শিক্ষক মিলনায়তনের দিকে গেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন। ঠান্ডা-জ্বর আসতে পারে।

এলে আসবে। আপনি বোধহয় ভিতু। ঠান্ডা-জ্বরকে ভয় পান।

হ্যাঁ, পাই। আপনি আপনার সাহস নিয়ে থাকুন। আমি চললাম।

মৌরি শিক্ষক মিলনায়তনের দিকে পা বাড়াল। ঝুমবৃষ্টিতে তখন কাজল ভিজেই চলেছে। মৌরি যাচ্ছিল আর ভাবছিল লোকটি পাগল নাকি? স্কুল টাইমে কোনো শিক্ষক ক্লাস না নিয়ে এমনভাবে বৃষ্টিতে কেউ ভেজে? মানুষের কত শখ।

দুই

কাজল রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে হায়দার হোসেনের বাড়িতে পৌঁছে কলিংবেল চাপতেই দরজা খুলে দিলো মেঘলা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। আজ আকাশে মেঘ নেই। চারপাশটায় ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে। মেঘলার পরনে একটা বেগুনি রঙের শাড়ি। চুলগুলো খোলা, পিঠময় ছড়ানো। ফরসা গোলগাল মুখশ্রী। মোটামুটি লম্বা। কপালের মাঝ বরাবর বেগুনি টিপ। মুখজুড়ে একটা সরল ব্যক্তিত্বের ছাপ। বাম হাত খালি। ডান হাতে কগাছি নীল রঙের কাঁচের রেশমি চুড়ি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দরজা খোলার আগে কাজল রুমের ভেতরে একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বরে গানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। সম্ভাবত এই রমণীরই গানের গলা হবে সেটা। চোখে হালকা কাজলের আঁক। ভালো করে খেয়াল না করলে বোঝা যায় না। চোখদুটি নদীর মতো গভীর। মৌরির মতো নয়। চেহারার গড়নও মৌরি থেকে আলাদা। মৌরিও ফরসা তবে মুখের ডোলটি লম্বাটে। বাসা খুঁজে পেতে কাজলের কষ্ট হয়নি। রিকশাওয়ালাই চিনিয়ে দিয়েছে তাকে। রিকশাওয়ালার কথা শুনে কাজলের মনে হয়েছে

পোস্টমাস্টার হায়দার হোসেন এলাকার গণ্যমান্য লোক। কিন্তু দরজায় দাঁড়ানো অচেনা রমণীকে দেখে কাজল মনে মনে ভাবল ভুল কারো বাড়িতে এসে পড়ল নাকি সে? রমণীর দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত কণ্ঠে কাজল জিজ্ঞেস করল, এটা পোস্টমাস্টার হায়দার হোসেন সাহেবের বাড়ি না।

মেঘলা অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে কাজলের দিকে তাকিয়ে বলল, জি, আপনি কাকে চাইছেন?

উনার মেয়ে নিলুফার হোসেন মৌরি আছেন?

বাতাসে কিছু খুচরো চুল মেঘলার মুখের ওপর চলে আসায় মেঘলা ডান হাত দিয়ে চুল সরিয়ে তা মূল চুলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে দিতে বলল, মৌরি তো নেই। মৌরি আর আব্বা বেশ কিছুক্ষণ হলো কুষ্টিয়া শহরে গিয়েছে সাংসারিক কিছু কেনাকাটার জন্য। আমি মৌরির বড়ো বোন মেঘলা হোসেন। কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো চিনলাম না।

আমি শাহরিয়ার রহমান কাজল। ঝাউদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন জয়েন করেছি।

মেঘলা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, আপনিই সেই কাজল স্যার। যে বৃষ্টি অনেক পছন্দ করেন। আসুন ভেতরে আসুন। ছি ছি! এতক্ষণ আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

উনারা কেউ নেই। আপনি একা। আমি না হয় অন্য আরেক দিন আসব।

আরে কী যে বলেন এটা কোনো বিষয় না। আপনি ভেতরে এসে বসুন। আমি কি মানুষ নই। আমার সাথে কি গল্প করা যায় না?

না, তা যাবে না কেন। ঠিক আছে আমি বসছি।

ড্রয়িংরুমটা পরিপাটি করে সাজানো। বেতের সোফার সাথে বেতের সেনটার্ড টেবিল। মেঝের মাঝখানে কার্পেটের ওপর একটা চাদর বিছানো। তার ওপর একটা হারমোনিয়াম। দেখে বোঝা যাচ্ছে কেউ গানের রেওয়াজ করছিল।

কাজল বেতের একটা সোফায় বসতে বসতে বলল, আপনি গান করছিলেন?

ওই টুকটাক। ঝাউদিয়া কুষ্টিয়া সদরের একটা গ্রাম। শহর থেকে পনেরো কি.মি. দূরে। গ্রামটির পাশ দিয়ে চলে গেছে কুষ্টিয়া-খুলনা হাইওয়ে। ভালো কোনোকিছুর কেনাকাটা করতে চাইলে এখানকার মানুষেরা কুষ্টিয়া শহরে যায়। কাজল মেঘলার দিকে তাকিয়ে বলল, সাংসারিক জিনিসপত্র ঝাউদিয়া বাজারে পাওয়া যায় না?

যায়, তবে ভালো কিছু পেতে হলে আমাদের কুষ্টিয়া যেতে হয়। মৌরি ম্যাডাম আপনাকে সবকিছু বলে বুঝি?

যেমন—

এই যে আমি বৃষ্টি পছন্দ করি এ কথা আপনি জানলেন কীভাবে?

হ্যাঁ তা বলে। আমরা পিঠাপিঠি দুই বোন। বন্ধুর মতো। আমার সাথে মৌরির বয়সের ব্যবধান আড়াই বছর। আপনার এখানে নতুন জয়েন, বৃষ্টিতে ভেজার গল্প ও আমাকে বলেছে।

আপনার বোনকেও ডেকেছিলাম ভেজেনি।

ও ঠান্ডা-জ্বরকে ভয় পায়। আমার আবার ওসবে কোনো ভয় নেই। আমার মন চাইলে আমি বৃষ্টিতে ভিজি, রোদে পুড়ি, বাতাসের সাথে কথা বলি। আরো কত কী। ওসব পাগলামির কথা নাই বা শুনলেন।

না না বলুন না, শুনতে ভালোই লাগছে।

সব একদিনে বলে দিলে তো পরে কিছু বলার থাকবে না। আপনি একটু বসুন। আপনার জন্য চা করে আনি। রং চা খান তো।

জ্বি।

চিনি?

এক চামচ।

ঠিক আছে আমি আসছি। আপনি একটু বসুন।

কথাটা বলে মেঘলা রান্নাঘরের দিকে এগোল।